

বিশুদ্ধ পরিবারের জন্য বিশেষ নহিহতগুলো নিম্নরূপ

১. আল্ল-হর জন্য নিয়তকে শুদ্ধ করবে। কথা ও কাজে মানুষের প্রশংসা পাওয়া কিংবা দুনিয়ার কোন স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য ত্যাগ করবে।
২. যাবতীয় কথা, কাজ ও আচার-আচরণে মুহাম্মদ (সঃ) এর উত্তম আদর্শ অনুসরণ করবে।
৩. আল্ল-হকে ভয় করবে এবং যাবতীয় হুকুম আহকাম মেনে চলবে।
৪. আল্ল-হর নিকট খাঁটি ভাবে তওবা করবে এবং সর্বদা বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করবে।
৫. তোমার কথা ও কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্ল-হর সূক্ষ্ম দৃষ্টির কথা স্মরণ রাখবে। জেনে রাখ আল্ল-হ তোমাকে দেখেন এবং তোমার হৃদয়ের গোপন খবরও তিনি ভাল জানেন।
৬. আল্ল-হর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ, নবী-রসূলগণের প্রতি এবং শেষ দিবস ও তকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি দৃঢ়ভাবে ঈমান পোষণ করবে।
৭. বিনা দলিলে কারো তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুকরণ করবে না।
৮. নিজের জীবন গড়ার জন্য ভাল কাজে প্রতিযোগিতা করবে।
৯. বিশুদ্ধ পদ্ধতির সকল বই নিজে পড়বে এবং অন্যকে পড়ার জন্য উৎসাহ দিবে।
১০. প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল নাপাকি থেকে সর্বদা পবিত্র থাকবে।
১১. মসজিদে গিয়ে জামাতে নামায পড়বে। বিশেষ করে এশা ও ফযর নামায।
১২. দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য কাঁচা পিয়াজ, কাঁচা রসুন পরিত্যাগ করবে। ধূমপান করবে না।
১৩. বিশেষ ফজিলত হাসিলের লক্ষ্যে সর্বদা জামায়াতে নামায আদায় করবে।
১৪. ফরয যাকাত আদায় করবে। যাকাত দেয়ার ক্ষেত্রে কৃপণতা করবে না।
১৫. আগেভাগে জুমআর নামাযে যাওয়ার চেষ্টা করবে।
১৬. ঈমানের সাথে রোযা পালন করবে। আল্ল-হ প্রতিদানে যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দেন।
১৭. শরীয়তসম্মত কোন কারণ ছাড়া রমযান মাসের একটি রোযাও পরিত্যাগ করবে না।
১৮. রমযানের রাতগুলোতে বিশেষ করে লায়লাতুল ক্বদরে- ঈমান ও প্রতিদানের আশায় কিয়াম করবে। যাতে করে তোমার পূর্বকৃত সকল পাপসমূহ মোচন হয়ে যায়।
১৯. যদি সামর্থ্য থাকে তবে দ্রুত হজ্ব-ওমরাহ পালন করবে। দেরি করা থেকে সাবধান হও।
২০. পবিত্র কুরআন অর্থসহ পড়ার চেষ্টা কর। কুরআনের আদেশ, নিষেধ পালন কর। যাতে কুরআন তোমার জন্য কিয়ামতের ময়দানে সুপারিশ করে।
২১. প্রকাশ্যে- গোপনে, দাঁড়ানো, বসা ও শোয়াবস্থায় সর্বদা আল্ল-হর জিকিরে মশগুল থাকবে। আল্ল-হর জিকির থেকে কখনো গাফেল হবে না।
২২. যিকিরের মজলিসে (ইলমী অনুষ্ঠানে) বসবে। কেননা এধরনের মজলিস জান্নাতের বাগান।
২৩. হারাম এবং গোপন বিষয় দেখা থেকে দৃষ্টিকে অবনত রাখবে। কেননা নিষিদ্ধ দৃষ্টি হল শয়তানের পক্ষ থেকে একটি বিষাক্ত তীর।
২৪. টাখনুর নিচে কাপড় পরবে না। চলাফেরায় অহংকারী ভাব প্রকাশ করবে না।
২৫. পুরুষদের জন্য হারাম রেশমের কাপড় বা স্বর্ণের কোন কিছু পরবে না।
২৬. মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে না। তোমার পরিবারের কোন মহিলাকেও পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে দেবে না।
২৭. দাড়ি ছেড়ে দাও। কেননা নবী (সঃ) বলেন: "তোমার গোফ কাট এবং দাড়ি ছেড়ে দাও।"
২৮. হারাম কিছু পান, ভক্ষণ করবে না। তাহলে তোমার দুয়া কবুল হবে না।
২৯. খানা খাওয়ার সময় বিসমিল্লা-হ বলবে। শেষ করলে আলহামদু লিল্লা-হ বলবে।
৩০. সকল প্রকার কাজের ক্ষেত্রে ডান হাত প্রদান করবে।

৩১. কারো প্রতি জুলুম করবে না। কেননা কিয়ামত দিবসে জুলুম অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে।
৩২. মুমিন ব্যক্তিকে সাথী হিসেবে গ্রহণ করবে। তোমার খাবার ভাল মানুষকে খাওয়াবে।
৩৩. সাবধান! ঘুষ খাবে না। নিবেও না, দিবেও না, মধ্যস্থতাও করবে না। এরা অভিশপ্ত।
৩৪. আল্ল-হকে নাখোশ করে মানুষের সম্বন্ধি চেও না। আল্ল-হ তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।
৩৫. শরীয়তসম্মত প্রতিটি বিষয়ে নেতৃবৃন্দের আনুগত্য করবে। আল্ল-হর কাছে দুআ করবে।
৩৬. সাবধান! কখনো মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না। আর সত্য সাক্ষ্যও গোপন করবে না। (যে ব্যক্তি উহা গোপন করবে তার অন্তর পাপী। আর তোমাদের আমল সম্পর্কে আল্ল-হ পরিজ্ঞাত।
৩৭. সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। আর এক্ষেত্রে বিপদের সম্মুখীন হলে ধৈর্য ধারণ করবে। (সূরা লোকমান-১৭)। আল্ল-হ এবং তাঁর রাসূল (সঃ) যা আদেশ করেছেন তাই সৎকাজ এবং তাঁরা যা নিষেধ করেছেন তাই অসৎকাজ।
৩৮. সব হারাম কাজ ত্যাগ করবে। নাফরমানী করবে না, কাউকে করতে সাহায্যও করবে না।
৩৯. কোন ভাল কাজকেই ছোট মনে করবে না। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক কোন বস্তু পরিত্যাগ করাটাও একটা ঈমানি কাজ। লজ্জাবোধ ঈমানের অংশ।
৪০. ব্যাভিচারের নিকটবর্তী হবে না। আল্ল-হ বলেন- “তোমরা ব্যাভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। কেননা উহা অশ্লীলতা এবং খুবই নিকৃষ্ট কাজ।” (সূরা বাণী ইসরাইল-৩২)
৪১. পিতামাতার সাথে সদাচার করবে। সাবধান! তাদের কথা অমান্য করবে না যদি না তারা ইসলাম বিরোধী নির্দেশ প্রদান করে।
৪২. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে। তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নের ব্যাপারে সাবধান হবে।
৪৩. প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করবে। কষ্ট দিবে না। সে কষ্ট দিলে ধৈর্য ধারণ করবে।
৪৪. সৎ ব্যক্তি এবং ঈমানি ভাইদের সাথে ঘন ঘন সাক্ষাৎ করবে।
৪৫. শুধুমাত্র আল্ল-হর উদ্দেশ্যেই কাউকে ভালবাসবে। আল্ল-হর উদ্দেশ্যেই কাউকে ঘৃণা করবে।
৪৬. সৎব্যক্তিদের সাথে সময় কাটানোর চেষ্টা করবে। অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ করবে।
৪৭. কোন মুসলমান বিপদে পড়লে সাহায্য করবে এবং তাদেরকে আনন্দিত রাখবে।
৪৮. নম্রতা, ধীর স্থিরতা এবং ধৈর্য্যাবলম্বন করবে। তাড়াহুড়া পরিত্যাগ করবে।
৪৯. অন্যের কথার মাঝে বাঁধা সৃষ্টি করবে না। সুন্দরভাবে তা শোনার চেষ্টা করবে।
৫০. জানা-অজানা সকল মুসলিম ভাইকে সালাম দিবে।
৫১. সুন্নতি সালাম দিবে (আসসালামু ওয়া আলাইকুম)। হাত বা মাথা দিয়ে ইশারা করবে না।
৫২. কাউকে গালিগালাজ করবে না। খারাপ ভাবে কারো বর্ণনা দিবে না।
৫৩. কাউকে অভিশাপ দেবে না। এমনকি তা যদি চতুষ্পদ জন্তু বা কোন জড় বস্তুও হয়।
৫৪. কোন মানুষের ইজ্জতে অপবাদ দিবে না বা তার কুৎসা রটাবে না। এটা কবিরী গুনাহ।
৫৫. চোগলখোরি করবে না। অর্থাৎ ফ্যাসাদ সৃষ্টির জন্য একজনের কথা অন্যজনকে বলবে না।
৫৬. গীবৎ করবে না। (মুসলিম ভায়ের দোষের কথা তার অসাক্ষাতে কারো কাছে বলা)।
৫৭. কোন মুসলিমকে ভয় দেখাবে না এবং তাকে কোন কষ্ট দিবে না।
৫৮. মানুষের মাঝে সমঝোতা করার চেষ্টা করবে। কেননা এটা হল একটি উত্তম আমল।
৫৯. জবানের হেফাজত করবে। ভাল কথা বা কাজের কথা বলবে, অন্যথায় চুপ থাকবে।
৬০. সত্যবাদী হও মিথ্যা ত্যাগ কর। মিথ্যার পাপের রাস্তা দেখায় আর পাপ জাহান্নামে নিয়ে যায়।
৬১. দুমুখো হয়ো না। একই বিষয়ে দুই পক্ষের লোকের কাছে দুই রকম কথা বলবে না।
৬২. আল্ল-হ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করবে না। সত্য বিষয় হলেও বেশি কসম করবে না।
৬৩. কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না। তাকওয়ার মানদণ্ড ছাড়া কেউ কারো উপরে নয়।
৬৪. জ্যোতিষী, গণক বা যাদুকরের কাছে যাবে না। কোন কথাও বিশ্বাস করবে না।

৬৫. কোন মানুষ বা প্রাণীর চিত্রাঙ্কন করবে না। চিত্রকরদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।
৬৬. কোন বাসায় ও কর্মস্থলে কোন প্রাণীর ছবি থাকলে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।
৬৭. কেউ হাঁচি দেয়ার পর আলহামদু লিল্লা-হ বললে তার জবাবে ইয়ারহামু কাল্ল-হ বলবে।
৬৮. কখনই তাবিজ-কবচ, তাগা ইত্যাদি ব্যবহার করবে না। কেননা এগুলো শিরক।
৬৯. অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন খারাপ কাজ হয়ে গেলেই ভাল কাজ করবে, যাতে পাপ মোচন হয়।
৭০. আল্লাহর ক্ষমা ও করুণার আশাবাদী হও। আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখ।
৭১. আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত থাক। তার শাস্তি থেকে নিজেকে নিরাপদ ভেবো না।
৭২. বিপদাপদে ধৈর্য ধারণকারী হও এবং সুখের কালে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।
৭৩. মসজিদ, মাদ্রাসা ও ইসলাম প্রচার ও প্রসার করবে যাতে মৃত্যুর পরও ছওয়াব পাওয়া যায়।
৭৪. আল্লাহর কাছে জান্নাত পাওয়ার প্রার্থনা করবে এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় কামনা করবে।
৭৫. জাহান্নামকে কামনা ও বাসনা দ্বারা এবং বেহেশ্তকে বিপদ মছিবত দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে।
৭৬. যে আত্মাকে পবিত্র রাখে সে সাফল্য পায় আর যে আত্মাকে কলঙ্কিত করে সে ধ্বংস হয়।
৭৭. সব চাইতে পূর্ণ ঈমানদার সেই ব্যক্তি যার চরিত্র সবচাইতে ভাল।
৭৮. মানুষের সাথে হাসি মুখে কথা বলাটাও একটা ইবাদত। (হযরত আলী)
৭৯. যখন তোমরা কথা বল তখন ন্যায় কথা বলবে যদিও নিকটাত্মীয় হয়।
৮০. কোন মুসলমান লেনদেন করলে, সে যেন তা লিখে রাখে। (আল হাদিস)
৮১. মুহাজির হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা ত্যাগ করে।
৮২. যারা সৎ পথে চলে জীবিকা অর্জন করে, তারা আল্লাহর প্রিয় বস্ত্ত। (আল হাদিস)
৮৩. তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।
৮৪. কোন কাজের দায়িত্ব নেওয়ার আগে বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ নাও।
৮৫. শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগে তার পাওনা মিটিয়ে দাও।
৮৬. অসৎ লোক কাউকে সৎ মনে করে না, সবাইকে নিজের মত ভাবে।
৮৭. নিশ্চয় আমি এ কুরআনকে আপনার উপর সহজ ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। (আল কুরআন)
৮৮. জ্ঞান মুমিনের হারানো সম্পদ যেখানে পাও সেখান থেকেই তা সংগ্রহ কর। (আল হাদিস)
৮৯. বিশুদ্ধ বিজ্ঞান পদ্ধতিতে কুরআন তা'লীম ফাউন্ডেশন একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।
এখানে কখনো রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা করবে না।
৯০. ভয়, ভক্তি, ভালবাসা। এই তিনটি জিনিস ব্যতীত ওস্তাদ থেকে উপকৃত হওয়া যায় না।
৯১. যার অন্তরে কুরআনের কোন একটি অক্ষর নেই সে যেন একটি খালি ঘর। (আল হাদিস)
৯২. নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন।
৯৩. যে ব্যক্তি তার জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের নিশ্চয়তা দিতে পারবে সে বেহেশ্তে যাবে।
৯৪. যে দুনিয়ার বিনিময়ে তার আখেরাতকে বিক্রি করে সেই সবচেয়ে অজ্ঞ।
৯৫. যে কুস্তিতে জেতে সে বাহাদুর নয়, বাহাদুর সে যে রাগের সময় নিজেকে সামলাতে পারে।
৯৬. দুনিয়া মুমিনদের জন্য কয়েদখানা আর কাদির লোকদের জন্য স্বর্গ।
৯৭. তোমরা ঘরগুলোকে সালাত এবং কুরআন পড়ে আলোকিত কর। (আল হাদিস)
৯৮. নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক কঠোর সাথে মুখের ব্যবস্থা রেখেছে।
৯৯. চারটি বস্ত্ত মানুষকে উন্নত করে, ইলম, ধৈর্য, দয়া এবং সদব্যবহার।
১০০. রসুল (সঃ)-এর প্রতি অধিকহারে দরুদ পাঠ করবে। ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যেনা মুহাম্মাদিন ওয়ালা আলিহি ওয়াছাহবিহি ওয়া সালাম। কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর পরিবার ও সকল সাহাবীদের প্রতি অবিরাম ধারায় রহমত ও শান্তি নাযিল করুন। আমীন।